- জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

১.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা (Concept of Population Education)

১৯৭০-এর দশকে যখন জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হল তখনও এই নতুন বিষয়টির স্বরূপ, সংজ্ঞা ও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। শুধু একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি একটি নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে ইতিবাচক চিন্তাধারায় উত্তরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

নেতিবাচক চিন্তাধারাটি বহুদিন ধরেই প্রচার করা হচ্ছিল কিন্তু তাকে সংগঠিত তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করে ক্লাব অব রোম (Club of Rome) নামক একটি গোষ্ঠী। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে তারা নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বিশ্বের দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিতে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্ত রকম পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং যে কোন মূল্যে, ছলে বলে কৌশলে এই সব দেশগুলিতে (প্রধানত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্থাৎ দরিদ্র দেশগুলির জনসংখ্যা সভ্যতার পক্ষে আপদ বিশেষ।

সুখের বিষয় অধিকাংশ জনসংখ্যাবিদ্, পরিবেশবিদ্ ও অর্থনীতি বিশারদরা এই মত মানেননি। সমস্ত রকম তাত্ত্বিক বিচার ও বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে দেখা যায় ধনী দেশের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ

মাত্র হলেও তারা মোট সম্পদের ৭৫ ভাগ তারাই ভোগ করে। বাকি ৭৫ শতাংশ মানুষের জন্য থাকে ২৫ শতাংশ সম্পদ মাত্র। দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন অতি সামান্য অথচ তারা দূষণহীন যে কায়িক শ্রম উৎপাদনের কাজে ব্যয় করে তার সম্পদমূল্য অসীম। সুতরাং জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসাবে দেখতে হবে। এই সম্পদের উন্নয়ন অর্থাৎ, অনগ্রসর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমেই পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভব হবে তেমনি জনসংখ্যাও স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ শুধু মাত্র বিধিনিষেধ, আইন প্রণয়ন, নির্যাতন ইত্যাদির সাহায্যে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই একমাত্র পথ।

জনসংখ্যা শিক্ষার মূল কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যেসমস্ত সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলি সম্পৃক্ত সেগুলি ভালো করে বুঝে নিয়ে তার সাহায্যে একধরনের মানসিক প্রতিন্যাস (Attitude) ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করা যা ব্যক্তির নিজস্ব জীবন, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে। এই সংক্রান্ত যা কিছু জ্ঞান তা সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আর কোন স্বতন্ত্র প্রয়াস দরকার হবে না।

এই ইতিবাচক ধারণার ভিত্তিতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা স্থির করা দরকার।

১.৩.১ জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার সহজতম সংজ্ঞা হল, জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি, ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার (Assembly of all Knowledges concerning, the nature of population, population growth and its control)।

এই সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কারণ, এখানে কতগুলি প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের সমাহারকে বলা হয়েছে জনসংখ্যা শিক্ষা, যার উপাদান ও উদ্দেশ্য খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেজন্য ভিন্নতর ভাবে বলা যায়, যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, একদিকে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা তার নিজের, চারপাশের পরিবেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন করার ভিত্তিতে জীবনের মান সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবে তাকেই বলে জনসংখ্যা শিক্ষা (The educational programme through which the learners will be able to develop a specific value system about the quality of life based on the understanding of the relation between himself, the environment around and the various forces of the world on the one hand and the nature and significance of population on the other, is called Population Education)

তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সংজ্ঞাটি জনসংখ্যার শিক্ষার সমস্ত প্রসঙ্গগুলিকে স্পর্শ করেছে। যেমন,

- জনসংখ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবনের মান সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ও বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তোলা।
- এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য অনেকগুলি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা দরকার।

• অন্যদিকে আছে ব্যক্তির সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির (যেমন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ইত্যাদি) সম্পর্ক।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী জনসংখ্যা শিক্ষা একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যার উপাদান ব্যাপক ও বিস্তৃত।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি ও পাঠক্রম তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (The National Council of Educational Research and Training) প্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁরা প্রথম যে পাঠক্রমের খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের আকৃতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, জনসংখ্যা সীমিত রাখলে দেশে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখায় সহায়ক হবে, এবং পরিবারের আকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি একক পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়াও তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি রক্ষা করার জন্য এবং তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের আকৃতি ছোট রাখা দরকার (The objective of population education should be to enable the students to understand that the family size is controllable, that population limitation can facilitate the development of higher quality of life in the nation and that a small family size can contribute materially to the quality of living for the individual family. It should also enable the students to appreciate the fact that, for preserving health and welfare of the members of the family, to ansure the economic stability of the family and to assure good prospects for the younger generation, the Indian families today and tomorrow should be compact and small)

NCERT প্রণীত খসড়াতে আরও বলা হয় সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই অধিকার থাকবে যে তারা পরিবারের আকৃতি পরিবর্তনের ও জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে কি কি পরিবর্তন হল এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের মঙ্গল সাধন করার উপর সহায়ক প্রভাব ফেলা যাবে (Students at all levels have a right to acquire information about the effect of changes in family size and in national population on the individual, the family and the nation, so that this body of knowledge is utilised to control family size and national population with benefecial impact on the economic development of the nation and the welfare of the individual families)

NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলিও তার অন্তর্গত উদ্দেশ্য কিছুটা সংকীর্ণ কেননা তা পরিবার পরিকল্পনা (Family planning) নামক কার্যক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

UNESCO (1971) জনসংখ্যা শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"Population Education is our educational programme which provides for a study of the population situation in the family, country, nation and world with the purpose of development in the students of rational and responsible attitude and behaviour towards that situation"

অপরদিকে R. C. Sharma (1983) মনে করেন,

"Population education is an educational programme which helps learners to understand the interrelationship of population dynamics and other factors of quality of life and to

12 of 168

make informed and rational decisions with regard to population related behaviours with

make informed and rational decisions with regard to population related behaviours with the purpose of improving quality of life of himself, his family, community, nation and the world."

বলা বাহুল্য UNESCO প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সরল মনে হলেও পূর্ণাঙ্গ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

১.৩.২ জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)

জনসংখ্যা শিক্ষার সংগ্রায় জীবনযাত্রার মান কথাটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তা বলা হয়নি। জীবনযাত্রার মান আপাতদৃষ্টিতে একটি আপেক্ষিক কথা, দেশ ও কালভেদে তার পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনযাত্রার জন্য মৌলিক চাহিদাগুলির ভিত্তিতে এবং ঐ সব মৌলিক চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে জীবনযাত্রার মান একটি জটিল ধারণা। বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনযাত্রার মান পাঁচটি প্রধান উপাদানের একটি জটিল সমন্বয়।

● **সম্পদ (Resource)** : সহজ কথায় যে বস্তু বা প্রকৃতির অংশ মানুষের হিতার্থে ব্যবহারের উপযোগী তাকেই বলা যায় সম্পদ। যা মানবহারোপযোগী নয় তা সম্পদ নয়। সমুদ্রের বায়ু প্রবল শক্তিধর, কিন্তু তা কোন সম্পদ নয়। কিন্তু যদি সেই সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় তবে তা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। মাথা পিছু সম্পদের ব্যবহার জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করার অন্যতম সূচক। বিশেষজ্ঞরা পাঁচ প্রকার সম্পদকে চিহ্নিত করেছেন। যথা—

(১) মানব সম্পদ (Human Resource) : যে মানুষ কোনও না কোনভাবে কর্মক্ষম তার শ্রম, মেধা, বিদ্যা ইত্যাদি সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

(২) খাদ্য (Food) : খাদ্য সম্পদ আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, জীবন ধারণ, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য প্রয়োজন।

(৩) ধন (Capital) : ধন সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না কিন্তু চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করায় ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি ধন সম্পদ।

(৪) প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) : প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত যাবতীয় বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি যা কিছু আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং ধনসম্পদ যোগায় সবকিছুর একত্রিত নাম প্রাকৃতিক সম্পদ।

(৫) প্রযুক্তি সম্পদ (Technological) : প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টি করা সম্পদ। প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রূপান্তর ও অনুসন্ধান সম্ভব হয়। যে মানুষের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার জীবনে প্রযুক্তির ভূমিকা ততই গুরুত্বপূর্ণ।

● **জীবনযাপনের স্তর (Level of living)** : যথেচ্ছ সম্পদের প্রাচুর্য জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে না। প্রচুর খাদ্য সম্পদ ও যথেচ্ছ অপরিমিত আহার উন্নত জীবনযাপনের নির্দেশক নয়। এই ক্ষেত্রে যে পাঁচটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

(১) জাতীয় মোট উৎপাদনের মাথাপিছু হার (Per capita (GNP) : যে দেশের অর্থনীতি যত সবল সে দেশের জাতীয় মোট উৎপাদনের পরিমাণ বেশি এবং মাথাপিছু বণ্টনের হার তত বেশি। জনসংখ্যা সীমিত থাকলে

মাথাপিছু বণ্টন বেশি হবে। বিপরীতক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখতে উদ্যোগী হয়।

(২) স্বাস্থ্য (Health) : জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ে, স্বাস্থ্য পরিসেবাও উন্নত হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল।

(৩) বাসস্থান (Housing) : যে দেশের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার বাসস্থান ও বাসগৃহ ততই উন্নত হয়। বলাবাহুল্য উন্নত বাসস্থান ও বাসগৃহ, নগরায়ন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

(৪) সামাজিক মঙ্গল (Social Welfare) : উন্নত সমাজ উন্নত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। সামাজিক হিতসাধন কথাটির অর্থ কুসংস্কার মুক্ত, ভেদাভেদহীন, সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্তব্যবোধের সুষ্ঠু সমন্বয়।

(৫) শিক্ষা (Education) : শিক্ষার আনুভূমিক বিস্তার (Horigontal Spread) ও উল্লম্ব বৃদ্ধি (Vertical

(৫) শিক্ষা (Education) : শিক্ষার আনুভূমিক বিস্তার (Horigontal Spread) ও উল্লম্ব বৃদ্ধি (Vertical growth) এই দুই-ই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত। সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার, গুণগত ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দান ও সুযোগ গ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অন্যতম সূচক হিসাবে সর্বত্র গৃহীত।

● জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics) : জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এর অন্তর্গত উপাদানগুলি পাঁচটি।

(১) জনসংখ্যা (Population) : জনগণনার সাহায্যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেশের মোট জনসংখ্যা স্থির করা হয়। জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান পরস্পর ব্যস্ত সমানুপাতিক (Invirsely proportional)।

(২) বৃদ্ধির হার (Growth rate) : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক। আমাদের দেশে বৃদ্ধির হার বেশি, চিনে কম। সেজন্য চিনের উন্নয়ন অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে।

(৩) বয়স অনুযায়ী গঠন (Age Structure) : কোন বয়সের মানুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কত তাকে বলে বয়স অনুযায়ী গঠন। কর্মক্ষম বয়সের মানুষ বেশি হলে উৎপাদনের উপর তার প্রভাব পড়ে। উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় দীর্ঘজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি হতে পারে।

(৪) স্থানান্তর গমন (Migration) : উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আবার বিপরীতক্রমে দারিদ্র ইত্যাদির কারণে কাজের সন্ধানে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে চলে যেতে চায়।

(৫) জন্ম মৃত্যুর হার (Birth and Death rate) : অনুন্নত জীবনযাত্রায় জন্মহার বেশি মৃত্যুর হারও বেশি। বিশেষত শিশু মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু, পেশাগত বিপর্যয়ের (Occupational hagard) দরুণ মৃত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Socio-Political System) : সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক নীতি কোন দেশের জীবনযাত্রার মান স্থির করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে।

(১) সামাজিক পরিস্থিতি (Social System) : সামাজিক রীতিনীতি যেমন, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, নানা

রকম কুপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিপন্থী। বিপরীত ক্রমে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, ঐসব সামাজিক বিষয়গুলি ক্রমশ দূর হয়ে যায়।

(২) ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religion Values) : ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মের ভিত্তিতে শোষণ করার প্রবণতা, উন্নয়ন বিরোধিতা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পক্ষে প্রবল বাধা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ফলে, ধর্মীয় মূল্যবোধের ইতিবাচক দিকগুলিই কার্যকর থাকে।

(৩) জীবন শৈলী (Life style) : উন্নত জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও প্রকরণ, অনুন্নত জীবন শৈলীর চেয়ে আলাদা। কাজ, অবসর যাপন, বিনোদন, দৈনন্দিন সূচি সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যখন জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকে।

(৪) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Values) : জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে।

(৫) রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political System) : একথা প্রায় প্রমাণিত সত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে হলেও সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। বিপরীত ক্রমে এক নায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রথমদিকে দ্রুত উন্নতি হলেও শেষপর্যন্ত তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কোন প্রকারেই উন্নত হয় না।

● বিকাশের প্রক্রিয়া (Process of Development) : এই বিষয়টি মিশ্রভাবে অনেকগুলি বিষয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, নেতৃত্ব ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জড়িয়ে আছে।

(১) ব্যবসা বাণিজ্য (Trade) : কোন দেশের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য তথা আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ইত্যাদির উপর তার উন্নয়ন নির্ভর করে।

(২) বিকাশের অগ্রাধিকার (Development Priorities) : দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক দূরদর্শিতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর। উপযুক্ত অগ্রাধিকার স্থির করার উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রার মান কতটা

14 of 168

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System) : কোন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক শ্রেণির মানুষ ক্রমাগতই ধনী হয়, অন্যরা ক্রমাগত দরিদ্র হয়। আবার অন্য ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সকলেরই উন্নতি হতে পারে।

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International relation) : আধুনিক পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।

(৫) সাহায্য (Aid) : আর্থিক, প্রযুক্তিগত, মেধাবিষয়ক, পেশাদারি ইত্যাদি যে কোন সহায়তাই এই বিষয়টির অন্তর্গত। অনেক সময়ই যে সব দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে অক্ষম, তারা অন্য দেশের প্রযুক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করে। যেমন, চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোন দামী যন্ত্র সাহায্য হিসাবে একটি হাসপাতালে দান করলে, তারা উন্নততর চিকিৎসা পরিসেবা দিতে পারে। অপরিশোধযোগ্য ঋণ সুদহীন ঋণ ও সাহায্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি (Scope of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি খুব একটা স্পষ্ট বা সীমিত নয়। কারণ জনসংখ্যার সঙ্গে এত অজস্র ও বিচিত্র বিষয় যুক্ত হয়ে আছে যে জনসংখ্যা সংখ্যা শিক্ষায় কি অন্তর্ভুক্ত হবে বা হবে না তা স্থির করা কঠিন। এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল।

১.৪.১ সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক (Relation between Resource and Population)

ইতিপূর্বে জীবনযাত্রার মান প্রসঙ্গে সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সম্পদ কাকে বলে, সম্পদ কত প্রকারের হয়, সম্পদের উৎপাদন, পুনর্ব্যবহার, অপচয় ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে জনসংখ্যার দ্বিমুখী সম্পর্ক বর্তমান। সম্পদের সদ্ব্যবহার হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার হয়।

১.৪.২ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics)

এই বিষয়টি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি অনেকগুলি বল দ্বারা (Force) নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে প্রধান বিষয় জন্ম ও মৃত্যুর আনুপাতিক হার, নারী ও পুরুষের অনুপাত, বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ যে বিষয়গুলি মূলত জনবিজ্ঞানের (Demography) চর্চার বিষয়। সেই সঙ্গে জানা দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি কি কি এবং প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য (Reproductive health) ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাব।

১.৪.৩ জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক (Relation between Population and Environment)

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ও দূষণের জন্য এক সময় একতরফা ভাবে দরিদ্র দেশের জনসংখ্যাকে দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক কোথায়। দূষণের প্রকৃত কারণগুলি কি কি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কি এই সব বিষয়গুলিও জনসংখ্যার শিক্ষার অন্যতম চর্চার বিষয়। কারণ জীবপরিমণ্ডলের অস্তিত্ব নির্ভর করে যে ভারসাম্যের (Ecology) উপর এবং যে খাদ্য-খাদক শৃংখল প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই শৃংখলের মধ্যে কিভাবে বিশৃংখলা দেখা দেয় তা জানা থাকলে সকলেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেষ্ট হতে পারবেন। বিপরীত ক্রমে খাদ্য-খাদক শৃংখলটি সযত্নে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগী হবেন।

১.৪.৪ পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু (Curriculum and Curriculum Content)

জনসংখ্যা শিক্ষার সূচনা বিদ্যালয় স্তরেই করতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির অতিরিক্ত একটি বিষয় হিসাবে জনসংখ্যা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার অনেক সমস্যা আছে। আবার প্রচ্ছন্নভাবে অন্য বিষয়গুলির মধ্যে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করে দিলে, তাতে শিক্ষার্থীর কোন ফল পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। সুতরাং পাঠক্রম তৈরির মূল নীতিগুলি কি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন কিভাবে করা সঙ্গত এই বিষয়টিও জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম আলোচ্য প্রসঙ্গ।

১.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষার তিনটি প্রধা উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাবর্গ (Cognitive Domain), অনুভব বর্গ (Affective Domain) এবং সঞ্চালন ব (Psychomotor Domain) নামে পরিচিত ও সেই অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যাস করার কথা শিক্ষা বিজ্ঞানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীই জানেন।

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য (Cognitive Objectives) : জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনী তথ্যগুলি জানা (Knowledge) তথ্যগুলির যথাযথ বোধ হওয়া (Comprehension), তথ্যগুলির প্রয়ো (Application) তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analysis and Synthesis) ইত্যাদির মাধ্যমে ধাপে ধা মূল্যায়ন (Evaluation) পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোই প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র তথ্য সংগ্র নয়, পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য অনুধাবন করে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়, কার্যক্রম, পদ্ধতি, ইত্যাদির কোনটি গ্রহণযোগ কোনটি নয়, এই বিচারবোধ তৈরি হলে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকৃত সার্থক হবে।

অনুভবমূলক উদ্দেশ্য (Affective Objectives) : জনসংখ্যা শিক্ষার অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যা হল মূল্যবোধ গঠন (Development of value system)। অনেক জনসংখ্যা শিক্ষাবিদ্ প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যে চেয়েও মূল্যবোধ গঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে যদি মূল্যবোধ ন গড়ে ওঠে তবে শুধুমাত্র জ্ঞান কোন কাজে লাগবেনা। মূল্যবোধের আচরণগত প্রকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচ প্রতিন্যাসের মাধ্যমে পরিব্রবণ হয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার মান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক প্রতিন্যাস (Negative attitude) এব বাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive attitude) ব্যক্তির আচরণের ভালোমন্দকে নিয়ন্ত্র করে। এর পিছনে কাজ করে তাদের সামগ্রিক মূল্যবোধ। জনসংখ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করা এবং উপযুক্ত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে তোলা।

সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য (Psychomotor Objectives) : সঞ্চালনবর্গের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সৃজন (Origination)। জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিখনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যা বিষয়ে ও তার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক

বিষয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনা, কার্যক্রম স্থির করা, নিজের ও চারপাশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্রিয় ও নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করা যা অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে শিক্ষার্থীরা। সক্রিয় আচরণের আদর্শ সৃষ্টি করা, আদর্শ গ্রহণ, বর্জন ও বিচার করার মধ্যে দিয়ে যে সব কার্যক্রম, আচরণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক সেগুলিকে জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করে নেওয়াই জনশিক্ষা শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য।

বিষয়গুলি শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বিশদভাবে জেনেছেন। সেজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও জনসংখ্যা শিক্ষার যেসব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী অংশগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল।

- পরিবারের আকৃতি ছোট রাখার জন্য সচেতনতা ও প্রয়াস।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করার শিক্ষা।
- নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এবং পরস্পরের মূল্যবান ভূমিকার স্বীকৃতি।
- সুস্থ যৌন জীবন যাপন ও যৌনরোগ প্রতিরোধ করার সচেতনতার বিকাশ।
- সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় বন্ধ করার মানসিকতা।
- সকলের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিশু শ্রম বন্ধ করে মানব সম্পদ হিসাবে [illegible] সম্বন্ধে সচেতনতা।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা গঠন, উদার মানসিকতার প্রসার।
- পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সক্রিয় প্রয়াস।

১.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ প্রধানত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টির ধারণাগত ভিত্তি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। জনসংখ্যাকে বিপদ হিসাবে চিন্তা না করে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা এই পরিবর্তন সূচিত করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদকে আরও কার্যকর ও ক্ষমতাশালী করে তুললে জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হবে— এই ধারণাই জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি।

জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবনের মান সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাবের প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা শিক্ষায় স্থান পেয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও এই সংজ্ঞায় পরিবার পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে সম্পর্কিত। জীবনযাত্রার মান প্রধানত পাঁচটি সূচক দ্বারা নির্মিত হয়। যেমন, সম্পদ, জীবন যাপনের স্তর, জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিকাশের প্রক্রিয়া। এই পাঁচটি সূচক আবার পাঁচটি করে উপসূচকের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য বলা হয় জীবনযাত্রার মান একটি জটিল পরিবর্তনশীল ও কখনও আপেক্ষিক ধারণা।

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে আছে, সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক, জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি, জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক, পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সবশেষে মূল্যায়ন। জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি অন্যান্য বিষয় থেকে অনেকাংশে গৃহীত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে ভূগোল, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, জনবিদ্যা, গণিত ও রাশিবিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের দ্বারা স্থির করা হয়। এই তিনটি প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক ও সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বিভিন্ন লেখক বলেছেন তার মধ্যে আছে, পরিবার সীমিতকরণ, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন, নারী-পুরুষের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সুস্থ যৌন জীবন যাপন, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি।

সবশেষে জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এর উৎপত্তি ও বিস্তারের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং

UNESCO'র ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সবশেষে।

১.৯ অনুশীলনী

I. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার একটি সংজ্ঞা দিন।

(খ) জনসংখ্যাকে আপদ হিসাবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গিটি কী?

(গ) সম্পদ কথাটির অর্থ কী?

(ঘ) স্বাস্থ্যের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক কী?

(ঙ) বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার গঠন কাকে বলে?

(চ) জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা কী?

(ছ) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কাকে বলে?

(জ) ভূগোলের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সম্পর্ক কী?

(ঝ) জনসংখ্যা শিক্ষায় জনবিদ্যার অবদান কী?

(ঞ) জনসংখ্যা শিক্ষার যে সব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আছে তার যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

(ট) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে Sloan Wayland-এর ভূমিকা কী?

(ঠ) UNFPA কী?

22 of 168